

দেশ রূপান্তর

আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ০০:০০

অনলাইনে গরু কিনে ছাগল পেয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

**‘ডেসটিনি ও যুবকের
প্রতারিত গ্রাহকরা অন্তত
৫০-৬০ শতাংশ টাকা
ফেরত পেতে পারেন’**

অনলাইনে গরু কিনে ডেলিভারি না পেয়ে শেষমেশ একটি ছাগল পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্শি। তিনি বলেন, ‘দুই বছর আগে এক লাখ টাকায় অনলাইনে কোরবানির গরুর ক্রয় আদেশ দিয়ে তিজ্ঞ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। লাখ টাকায় গরু কিনলাম। কিন্তু পরে শুনলাম এটা অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। পরে আরেকটা গরু দেখাল যার দাম ৮৭ হাজার টাকা। বাকি টাকায় একটা ছাগল দেবে বলল। কিন্তু গরু আর আসেনি।’

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিযোগিতা কমিশন ও অর্থনৈতিক বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত এক কর্মশালায় গতকাল রবিবার অনলাইনে কেনাকাটা নিয়ে নিজের এ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে টিপু মুন্শি বলেন, ‘প্রথমবার অনলাইনে কোরবানির গরু কিনে আমি নিজেও ভুক্তভোগী হয়েছি। এই কোরবানির আগের কোরবানির ঈদে দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল কোরবানির হাট বসে। ওই হাট উদ্বোধনের দিন মন্ত্রী হিসেবে আমাকেও রাখা হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি একটি কোরবানির গরু কিনলাম। তার আগে আমি জানতে চাইলাম কত দাম? আমাকে জানানো হলো ১ লাখ টাকা। গরু আমি কিনলাম। আগাম পেমেন্ট করলাম। বসে আছি চার-পাঁচ দিন। কোনো খবর নেই। ছয়-সাত দিন পর আমাকে জানাল, সেই গরু আর নেই। বলেছিলাম, কী হলো সেটা? ওটা আরেকজন নিয়ে গেছেন। জানতে চাইলাম আমার গরু আরেকজন নিয়ে চলে গেলেন? আপনারা সেটা দিয়ে দিলেন? আমি বললাম, আমি মন্ত্রী। আমারই যদি গরু না থাকে, তাহলে!’

তিনি হেসে বলেন, ‘তিন দিন পর কোম্পানি জানাল, চিন্তা কইরেন না আমরা আপনাকে আরেকটা গরু দিচ্ছি। তারা আরেকটা গরুর ছবি দেখায়; দাম চায় ৮৭ হাজার টাকা। কী বলব। আমি তো তাদের কাছে বন্দি। বলল, বাকি ১৩ হাজার টাকায় আমাকে একটা ছাগল দেবে। সবকিছু তারাই বলল। আর আমি শুনেই যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তাদের বললাম ওটা কোরবানি করে এক ভাগ আমার বাসায় পাঠিয়ে দাও। বাকি দুই ভাগ বিলি করে দাও। তবে ছাগলটা জ্যান্ত আমাকে পাঠাও।’

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘এটা কিন্তু প্রথমবার। দ্বিতীয়বার সমস্যা হয়নি। তখন এ সুযোগটা তাদের দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে আমি নিজে ভুক্তভোগী। কিন্তু যদি শুনতাম আমার টাকাও নেই, গরুও নেই তাহলে হয়তো মামলা-টামলা করা যেত।’

নিজের এ অভিজ্ঞতা বলার উদ্দেশ্য নিয়ে টিপু মুনশি বলেন, ‘আমার কথা বলার উদ্দেশ্য হলো ই-কমার্স খাতে যা হয়েছে সেটি প্রথম বলেই ঘটেছে। কিন্তু এ খাতটি খুবই সম্ভাবনাময়। ১০-২০টা খারাপ প্রতিষ্ঠানের জন্য পুরো সেক্টরের উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না।’

তিনি আরও বলেন, ‘দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে এর দায় এড়াতে চাই না বলেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অংশীজনদের সঙ্গে বসে আলোচনা করছে। উপায় খোঁজার চেষ্টা করছে। কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ জন্য পৃথক আইন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজ করছে সরকার।’

অনুষ্ঠানে ডেসটিনি ও যুবকের প্রতারিত গ্রাহকরা অন্তত ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ টাকা ফেরত পেতে পারেন বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। টিপু মুনশি বলেন, ‘ডেসটিনি ও যুবকের অনেক সম্পদ রয়েছে। সম্পদগুলোর দামও বেড়েছে অনেক। ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করলেও যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে গ্রাহকদের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ টাকা ফেরত দেওয়া যাবে।’

এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে কথা বলেছেন জানিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আইনমন্ত্রী আমাকে বললেন, এটা আদালতের বিষয়। কাউকে (কোনো সংস্থা) দিয়ে সংযুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। আইন মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে কাজ করছে।’

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, গ্রাহকদের অন্তত সাত হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে ডেসটিনি ও যুবকের মালিকপক্ষ।

ই-কমার্স খাত নিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ‘খাতটি এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্তত ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠানকে আমরা বিপদে ফেলতে পারি না। ই-কমার্স সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। এ জন্য মানুষের সচেতনতা বাড়াতে হবে, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকরা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে। ই-কমার্স বিষয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে। ইতিপূর্বে যেসব প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রতারিত করেছে, সেগুলোর অনেক সম্পদ আছে। সম্পদগুলো বিক্রি করলে অনেকের পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে সরকার কাজ করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এটি নির্দিষ্ট আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ কমিশনের জনবল এবং সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। এ কমিশনকে শক্তিশালী করতে সরকার কাজ করছে।’

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান মো. মফিজুল ইসলাম। এ সময় ইআরএফ সভাপতি শারমিন রিনভি ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলামসহ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

Print